||সজারুর কাঁটা|| (নামকরণ)

সাহিত্যের ক্ষেত্রে নামকরণ এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যার দর্পণে বিম্বিত হয় বিষয় বস্তুর আত্মদর্শন, তাই নামকরণের ক্ষেত্রে লেখক কে সর্বদা সজাগ থাকতে হয়, এই … তা যেন সাহিত্যের অভ্যন্তরের প্রবেশের মূল চাবি হয়ে ওঠে, নামকরণ চরিত্র বিষয় কিংবা ব্যঞ্জনা কে কেন্দ্র করে হতে পারে — কিন্তু তা সম্পূর্ণ নির্ভর করে লেখকের কার্যনির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের ওপর। আসলে সাহিত্যের কোন উদ্দেশ্য না থাকলেও এবং নামে কিছু না এসে গেলেও নামকরণ কে হালকা ভাবে গ্রহণের ভুল যথার্থ লেখক ও পাঠক উভয়েই করবেন না, আমাদের আলোচ্য শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সজারুর কাঁটা নামকরণটির ক্ষেত্রে তা যথাযথতা প্রমাণ এই কয়েকটি কথাকে মাথায় রেখে করতে পারি,

দক্ষিণ কলকাতার এক নির্দিষ্ট অঞ্চল কে কেন্দ্র করে এক অজ্ঞাত আততায়ীর সজারুর কাঁটার মাধ্যমে পর পর ৩টি খুনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে উপন্যাসের উপকরণ অঙ্কন শুরু, খুনির প্রথম জন একজন ভিখারী, দ্বিতীয় জন মুটে মজুর এবং তৃতীয় জন একজন দোকান মালিক, এই তৃতীয় জন কে কেন্দ্র করেই পুলিশ প্রশাসন প্রথম নড়ে চড়ে বসে, পূর্বোক্ত দুজনের ক্ষেত্রে সমাজে নিচু স্তরে তাদের অবস্থান, স্বার্থপর নাগরিক মনকে তেমন ভাবে নাড়াতে পারেনি, কিন্তু খুনির চতুর্থ শিকার কে কেন্দ্র করেই বেসরকারি গোয়েন্দা ব্যোমকেশ এবং পুলিশ অফিসার রাখাল বাবু তদন্তের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন, কিন্তু ভাগ্যের জোরে বেঁচে যাওয়া এই চতুর্থ ব্যক্তি যার নাম দেবাশিষ ভট্ট, যার বিয়ে হয়েছে বনেদি রক্ষণশীল বাড়ির একমাত্র কন্যা দীপার সঙ্গে, তাদের দাম্পত্য জীবন এই উপন্যাসের মূল প্লটের পাশাপাশি এক নতুন উপকাহিনীর সংযোজন করে।

লেখকের আঙ্গিক কুশলতার দৌলতে দুই কাহিনীর একত্রিত প্লট পাঠক কে প্রথম থেকেই গোয়েন্দা কাহিনীর টানটান উত্তেজনাময় ঘটনা প্রাধান্যতার দিকেই নিবিষ্ট রাখে। আপাত ভাবে দুই ঘটনার পারস্পরিক যোগসূত্র তৈরী করা না গেলেও ক্রমশ দেবাশিষ দীপার বর্তমান দাম্পত্য, কলকাতার বুকে ঘটে চলা নিত্যহত্যা অতীতের ঘটনা ক্রম এবং দীপার সুদূর অতীতের ইতিহাস এই ৩টি কালকেই লেখক এক করতে শুরু করেন এবং পাঠকের কাছে রহস্যের পর্দার আবরণ উন্মোচন করতে করতে যান, এই ত্রিবিধ কালের ঘটনার সঙ্গমে দীপার অতীত কাল কে কেন্দ্র করে

বর্তমানে ঘটে চলা হত্যা কান্ডের এক অমোঘ যোগসূত্র স্থাপন করেন লেখক, আর এই যোগসূত্রের প্রধান উপাদান হয়ে 'সজারুর কাঁটা'।

ভূমিকাতে আমরা যে বিবিধ প্রসঙ্গের উত্থাপন করেছিলাম সে দিক থেকে আমাদের আলোচ্য উপন্যাসের নামকরণ ঘটনা কেন্দ্রিক নামকরণের দিকে ক্রমশ এগোতে থাকে। দীপার স্বামী দেবাশিষ কে কেন্দ্র করে আততায়ীর ৫ম শিকারের লক্ষ্য ব্যর্থ হওয়ার যে চমকপ্রদ তথ্যটি উত্থাপন করেন লেখক তা হল দেবাশিষের হৃদপিন্ড বাঁ দিকে থাকার বদলে ডান দিকে অবস্থিত ছিল। এই ভাগ্যের পরিহাসে মূলত সজারুর কাঁটাতে আড্ডার ছলে বিখ্যাত গায়ক প্রবাল গুপ্তের আয়োজন ব্যর্থ হওয়ার কাহিনী জুড়ে থাকে এই সজারুর কাঁটাকে কেন্দ্র করেই। প্রবাল গুপ্তই যে প্রকৃত আততায়ী ব্যোমকেশ তার প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচনের যে রাস্তাটি গ্রহণ করেন তার মধ্য দিয়েই প্রকাশিত হয় আরো এক আশ্চর্য তথ্য যে এই প্রবাল গুপ্ত দীপার প্রাক্তন প্রেমিকও বটে।

ঘটনা প্রবাহতার দিক থেকে তাই আততায়ী প্রবাল গুপ্তের এই অদ্ভুত খুনের অস্ত্রটি উপন্যাসের কেন্দ্র অনায়াসে হয়ে যায়, এই অদ্ভুত অস্ত্রের প্রয়োগ প্রথমত সরপাঠের মানুষজনের সচেতন ভাবনার যৌক্তিক ক্রম কে ঢেকে দিতে পারে এই মর্মে যে এই ঘটনা নিছকই কোন এক উন্মাদের কার্যকলাপ এবং যেহেতু এর কোন নির্দিষ্ট মোটিফ না খুঁজে পাওয়ার কারণে সন্দেহের তীর কোনভাবে প্রবাল গুপ্তের দিকে যাবে না, ঘটনা কেন্দ্রিকতার এই দিকটি মাথায় রাখলে উপন্যাসের নামকরণ 'সজারুর কাঁটা' সবদিকে সার্থক বলেই প্রতিপন্ন হয়,

কিন্তু এখানেই যদি শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় থেমে যেতেন তবে এই লেখা কথা বলার জায়গা তৈরি হতো না, রহস্য রোমাঞ্চের টানটান উত্তেজনার ঘটনা ক্রমের মধ্যে দীপা দেবাশিষের প্রেম ও দাম্পত্য কাহিনী ও দীপার অতীতের প্রেম কাহিনিতে লেখক যেভাবে জুড়েছেন সেদিক থেকে সজারুর কাঁটা খুনের অস্ত্র হয়ে থাকে নি তা বাঁধ হয়ে উঠেছে প্রেমের কাঁটা। আপাত মোটিফ না থাকা সত্ত্বেও প্রবাল গুপ্তের এ হেন নারকীয় হত্যাকান্ডের একটি মনস্তাত্ত্বিক মোটিফ তাই অনায়াসে উপন্যাসের শেষে গিয়ে প্রকাশিত হয়ে পড়ে, প্রেম যে অর্থে হতে পারে গঠন মূলক তার ধ্বংস মূলক প্রবৃত্তি অন্য পক্ষে জন্ম দিতে পারে এই প্রবাল গুপ্তদের, যার প্রতীক হয়ে থাকে সজারুর কাঁটা যে কাঁটা পিঠের দিকে হৃদপিন্ডে বিঁধিয়ে হত্যার এক অভিনব

শুরু করেছিল প্রবাল গুপ্ত সেই কাঁটা আসলে দীপার প্রেম প্রত্যাখ্যানের কাঁটা। এই কাঁটার ফলে প্রবাল গুপ্তের প্রতিরোধের স্পৃহা জন্ম দিয়েছিল এ হেন কর্মকাণ্ডের মূল লক্ষ্য দীপার স্বামী হলেও তার অসহায় বলি হতে হয়েছিল পূর্বোক্ত ৩ জন কে, আর এখানেই কেবল ঘটনা প্রবাহের দিক থেকে শজারুর কাঁটা দিক বদল করে মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার এক অন্ধ গহ্বরে। আর এখানেই এই দ্বিবিধ অবস্থান থেকেই ঔপন্যাসিক কৃত শজারুর কাঁটা নামকরণটি সর্বৈব ভাবে সার্থক ভাবে মনে করি।

- প্রিয়নাথ মুখোপাধ্যায় - দারোগার দপ্তর

প্রথম বাংলা গোয়েন্দা আখ্যান

|| গঠন / আঙ্গিক বৈশিষ্ট্য ||

কোন সাহিত্যের আঙ্গিক বা গঠন কৌশল তার বিষয়ের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি ভাবে জড়িত। এই সম্পর্কের সৌতাতে সাহিত্যের মূল বক্তব্যটি পাঠক হৃদয়ে সঞ্চারিত হতে পারে অতি সহজেই। সময় কালের ব্যবহার, চরিত্রের ভাষা, শব্দ চয়ন, স্থানিক ব্যবহার এই সমস্ত উপাদান সম্মিলিত ভাবে তারা আঙ্গিক সৌষ্ঠব কে তুলে ধরে। কিন্তু গোয়েন্দা কাহিনীর আঙ্গিক যে অর্থে ঘটনা পারম্পর্যের ওপর নির্ভরশীল সেই অর্থে বাকি উপাদান গুলির ওপর ততটা নয়; কিন্তু আমাদের আলোচ্য শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের শজারুর কাঁটা উপন্যাসটি গঠন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এই কথা পুরোপুরি খাটবে না। নামকরণ থেকে শুরু করে চরিত্রের কার্যকলাপ, সময়কালের ব্যবহার এ সমস্ত টাই তিনি এতটা চাতুর্যতার সঙ্গে করেছেন যে তার উপন্যাসের শিল্প রূপটি এক অনবদ্য শিল্প রূপের শিরোপা পেয়েছে।

২. "উপক্রম" শিরোনামে যেখানে গল্পটির সূত্রপাত হয়, সেখানে ব্যোমকেশের বাড়িতে অজিত ও রাখালবাবুর সঙ্গে তাঁর আড্ডা হয়ে উঠেছে গত তিন মাস কলকাতায় ঘটে যাওয়া অভিনব কায়দায় ধারাবাহিক হত্যাকাণ্ড নিয়ে যেখানে পরপর শজারুর কাঁটা বিঁধিয়ে এক অজ্ঞাত আততায়ী হত্যা করেছে যথাক্রমে এক ভিখিরি, এক মুটে, এক ক্ষুদ্র শিল্প ব্যবসায়ীকে। এমন লাগাতার রহস্য জনক হত্যাকাণ্ড কে ঘটাতে পারে সে বিষয়ে আলোচনার সময়ে অজিত ও রাখালবাবু এটি পাগলের কাজ বলে ভাবলেও ব্যোমকেশ জানান

তাঁর মতে এই খুনি ধূর্ত পাগলেও হতে পারে। আর এই সূত্রেই কাহিনিতে প্রথম ক্লু (clue) তথা সূত্রটি হালকা ভাবে দিয়েছেন লেখক শরদিন্দু। আলোচনা চলাকালীনই দপ্তর থেকে আসা ফোনে রাখালবাবুরা জানতে পারেন, সেই সঙ্গে পাঠকেরাও জানতে পারে যে চতুর্থ হত্যা প্রয়াসও করা হয়েছে — এক উঠতি ব্যবসায়ী সেই টার্গেট, কিন্তু তিনি বেঁচে গেছেন কোনও এক রহস্যময় কারণে। কাহিনিতে এভাবেই আমাদের অজান্তে দ্বিতীয় ক্লু দেন লেখক

২. সংক্ষিপ্ত এই প্রস্তাবনার পরেই কাহিনি অংশটির সূত্রপাত — যেটি Flash Back-এ লেখা যেখানে গল্পের প্রধান দুই চরিত্র দীপাকে ও তার স্বামী দেবাশিসকে পরিচয় করানো হয়েছে। দু-মাস আগে তাদের বিয়ে হয়েছে, কিন্তু সদ্য বিবাহিত দাম্পত্য সম্পর্কে প্রত্যাশিত মধুরতা নেই, যা পাঠকের মনে প্রথম খটকার সৃষ্টি করে। এই পর্বে আরও জানা যায় দীপা "সহজ নয়, সামান্য নয়।" স্বামী-স্ত্রী দুজনে যান্ত্রিকভাবে তারা পৃথিবীর সামনে, এমনকি বাড়ির পরিচারক নকুলের সামনেও স্বাভাবিক সম্পর্কের অভিনয় করছে। আরও জানা যায় দীপার বাপের বাড়ির পরিবার অত্যন্ত রক্ষণশীল, জানা যায় দেবাশিস এক সফল শিল্পোদ্যোগী, নিজস্ব প্রসাধনদ্রব্য তৈরির কোম্পানি রয়েছে তার, রয়েছে কলকাতায় নিজস্ব বাড়ি-গাড়ির স্বচ্ছলতা।

৩. এই পর্বে শুধু চরিত্রদুটিকেই শুধু নয়, এভাবে গল্পের প্রেক্ষাপট, সমস্যার বীজ এবং জটিলতার সূত্রপাত সম্পর্কেও পাঠককে ওয়াকিবহাল করান লেখক, সেই সূত্রেই জানা যায় —
১. দেবাশিস সুভদ্র, তাই জোর করে স্বামীত্বের অধিকার ফলায়নি কোনও দিন।
২. পিতৃমাতৃহীন দেবাশিসের সংক্ষিপ্ত সামাজিক জীবনে রয়েছে একটিমাত্র আড্ডাস্থল - প্রতিবেশী নৃপতির বাড়িতে প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলায় যেটি বসে। এই নৃপতি আবার তার বিয়ের ঘটকও বটে। দীপার দাদা বিজয়মাধবও সেই আড্ডার নিয়মিত সদস্য কিন্তু সেই প্রসঙ্গ পরে। আগে দীপার চরিত্রে আলোকপাত করতে গিয়ে লেখক তাকে সহজ ও সামান্য নয় বলার সূত্রে জানান যে স্বভাবে হালকা প্রকৃতির হলে তার জীবনে কোনও ঝড় আসত না।
এভাবে ভাসা ভাসা কিছু ইঙ্গিত দিয়ে লেখক এই "কাহিনি" শীর্ষক Flash Back অংশের ভেতরেই শুরু করেন অন্যে

একটি পর্ব থাকে বলা যেতে পারে গল্পের ভেতরে গল্প — যে গল্পটিতে উন্মোচিত হয় দীপার বিবাহপূর্ব অনূঢ়া জীবন, যে জীবনের ভেতরেই প্রোথিত রয়েছে সমস্ত সমস্যার উদ্ভব।

৪. গোড়া থেকে মাত্র ৬টি পৃষ্ঠার মধ্যে লেখক এই গল্পে প্রযুক্ত তিনটি Time Frame তথা সময়ের যে স্তরকে তুলে ধরেছেন ঘটনার বিশ্লেষণে সেগুলিকে অনুধাবন করা।

(ক) ঘটমান বর্তমান — "উপক্রম" অংশে যেখানে দীপার দু-মাস বিবাহিত জীবন অতিক্রান্ত। সেই দুমাসেতার সঙ্গে অসম্পৃক্ত কলকাতায় ঘটে যাওয়া কয়েকটি হত্যা নিয়ে আলোচনা চলাকালীন ব্যোমকেশের বাড়িতে দীপার স্বামীর ওপর হত্যার উদ্দেশ্যে হামলার খবর আসে।

(খ) আসন্নতীত অতীত — "কাহিনি" অংশের Flash Back যেখানে বিবাহিত জীবনের দুটি মাসের ইতিহাস ও বাস্তব চিত্র ধরা রয়েছে, তাদের নিরবচ্ছিন্ন দাম্পত্য যেখানে কেন্দ্র।

(গ) দূরবর্তী অতীত — "কাহিনি" অংশে "গল্পের মধ্যে গল্প" অংশে যে দীপার বিবাহপূর্ব-জীবনের ইতিহাস ধরা রয়েছে — বলা বাহুল্য ৩টি পর্বের সম্পৃক্ত।

কালের এই ত্রিমাত্রিক ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ গোয়েন্দা কাহিনির ছক অনুযায়ী রহস্যের মূল সূত্র খুলি আখ্যানের ঘটনা অংশের সমান্তরাল পর্যায়ে উপস্থাপিত দিতে দিতে গেলেও তার মূল আয়োজনের কেন্দ্রটি ধরেছেন নৃপতির বাড়ির আড্ডার আসর কে, এই আড্ডার প্রসঙ্গটি শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় উপন্যাসের কেন্দ্রীয় গঠনের উপাদান হিসেবে এমন ভাবে ব্যবহার করেছেন যেখানে সন্দেহভাজন সকলেই উক্ত আড্ডায় উপস্থিত এমনকি খুনি প্রবাল গুপ্ত সবলের মধ্যে মিশে থাকার যে চমকপ্রদ গোয়েন্দা আখ্যানের বুনট তা সচেতন পাঠকদের চোখ এড়িয়ে যায় না, এ প্রসঙ্গে আমাদের আগাথার ক্রিস্টি কিংবা আর্থার কানান ডয়েলের সর্বপ্রথমের সেরা গোয়েন্দা আখ্যানের গঠন কৌশলের প্রভাব স্মরণে আসলেও শরদিন্দু বাবু তাকেই একান্ত বাঙালি ঘরের বৈঠকি রীতি তে পরিণত করে বাংলা গোয়েন্দা আখ্যানের গঠনের এক নতুন ভিত্ত প্রস্তর স্থাপন করেন, যা পরবর্তী কালে সত্যজিৎ রায়, নীহাররঞ্জন গুপ্ত, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ প্রমুখ জনপ্রিয় গোয়েন্দা লেখকদের ধারা তৈরীতে রাস্তা দেখিয়েছিল।

পরিবেশে গোয়েন্দা আখ্যানের চিহ্ন প্রসঙ্গে যে গতানুগতিক তদন্ত প্রক্রিয়া ডিটেকটিভ গল্পের সহজ লক্ষ্য সেই " বয়ান কৌশলের মধ্যেও শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় যে চমৎকার মুন্সীয়ানা দেখিয়েছেন যেদিকে একদিকে তাঁর সময়ের বৃত্তান্ত অন্যদিকে তাঁর চরিত্রের মানসিক প্রক্রিয়া কল্পনাও এক অভেদ সাযুজ্যে এই দুটি বিষয়ের ভারসাম্য কে রহস্যে বা গল্পের শেষ অবধি চালিয়ে নিয়ে যাওয়া বড়ই কঠিন কাজ অনেক লেখক গুলিয়ে ফেলেন। কিন্তু শরদিন্দু বাবুর বলার মুন্সিয়ানাতে পাঠক এক বারের জন্যও পাঠক কোন কৃত্রিম প্রচেষ্টার অবসান পায় না কারণ তার চরিত্রে অন্তর্দৃষ্টি এবং সেই কেন্দ্রিক সংলাপের ব্যবহার, একটি ব্যর্থ প্রেমের আয়োজন কে গতানুগতিক ধারার বাইরে গিয়ে খুনি প্রবাল গুপ্তের প্রতিবেশী দীপার সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া ও একই সঙ্গে মূল ঘটনার উন্মোচন কে উপন্যাসের শেষ পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যাওয়া এ সমস্তটাই সম্ভব হয়েছে ঔপন্যাসিক-এর চরিত্র সৃষ্টির অন্তর্ভেদী বিশ্লেষণ ও ভাষা ব্যবহারের ফলে, তাই সব মিলিয়ে উপন্যাসের ঘটনার সঙ্গে তার আঙ্গিক কৌশলের রহস্যের যোগ্যতা হিসেবে খুব সার্থক।

দেবাশিষ ভট্ট

1 (শজারুর কাঁটা উপন্যাসের এক অন্যতম প্রধান চরিত্র দেবাশিষ ভট্ট, তাঁর বাবার এক নামজাদা বিজ্ঞানের অধ্যাপকের দিল্লিতে বাড়িতে তাঁর পড়াশোনা। পারিবারিক ব্যবসার দায়িত্ব তার বাবার মৃত্যুর পর " ঘাড়ে এসেছে বর্তায়। পরিবারে ভৃত্য নকুল ব্যতীত তার আর কেউ ছিল না।) চরিত্রের এ হেন নেপথ্য ঘটনার বিবরণ সেই চরিত্রের অন্তর্মুখীন মানসিক অবস্থানের কারণ হতে পারে। কিন্তু (অদ্ভুত ভাবে উপন্যাসে দেবাশিষ চরিত্রের ছোট থেকে বড় হয়ে ওঠার এই সঙ্গীহীনতা তার একাকিত্বের কারণ তা উপন্যাসে কোথাও পাওয়া যায় না। আমাদের মনে হয় খুনি প্রবাল গুপ্তের বিপরীতে দেবাশিষ-এর একটি অত্যন্ত সৎ, শান্ত, ধীর প্রকৃতির আদল খাড়া করতে চেয়েছিলেন ঔপন্যাসিক। তাই কারখানার মালিক হওয়ার সত্ত্বেও মালিক সুলভ ঔদ্ধত্য বা দাম্ভিকতা তার মধ্যে প্রকাশ পায় না।)2

3 কিন্তু এ তো কথা (দেবাশিষ-এর চরিত্রের আসল পরীক্ষা ঘটেছে তাঁর দীপার সঙ্গে বৈবাহিক দাম্পত্য জীবনের পর থেকে। দীপার অতীত ইতিহাস কিছু না জেনেও তার জানার কোন

উদগ্রীব কৌতূহল দেবাশিস প্রকাশ করেনি। অতীতের প্রতি স্বাভাবিক সহজ সম্মান দেবাশিস-এর অন্তরস্থিত ছিল, তাই দীপা কেন দাম্পত্যের পরেও দাম্পত্যের অধিকারে দেবাশিস-এর কাছে আসতে পারছে না তা নিয়ে কোন পুরুষ সুলভ বল প্রয়োগ করে নি। দাম্পত্যের এই অস্বাভাবিকতায় দেবাশিস কষ্ট পেলেও সেই কষ্টকে নিজের একান্ত সম্পদে পরিণত করে তাকে কেবলই লালন করেছে। তার চরিত্রে এই স্বাভাবিকতায় দীপা ক্রমশ তার অতীত স্মৃতির যন্ত্রণা থেকে বেরিয়ে আসার পথও পেয়েছে। দেবাশিস-এর চরিত্রের অন্তর্গত এই প্রকৃত পুরুষ সুলভ মানসিকতাই দীপার মনের সমস্ত দ্বন্দ্বের ভ্যাকসিন হয়ে উঠেছিল।

বস্তুত লেখক ঔপন্যাসিক দেবাশিসের চরিত্রকে তার নিজস্ব দর্শনের ভিত্তিতে দাঁড় করানোর চেষ্টা করেন নি। সেটাই দাঁড়িয়ে আছে অন্যান্য প্রধান চরিত্রের পরিস্থিতি মত কিছু অবকাশের ওপর। তার বেশ পাশের পরিস্থিতির এ হেন সম্বোধন দেবাশিসের প্রতি মুহূর্তে যে পরীক্ষা নিয়েছে সেই প্রত্যেকটি পরীক্ষার যথাযথ দেবাশিস নিজেকে অমৃত রাখতে পেরেছে তার নিজ চরিত্র গুণেই। বাইরের বিপুল পড়াশোনা বিদ্যা ব্যবসার মালিকের দায়িত্ব পালন যেমন তার অস্থির দাম্পত্য জীবন থেকে নিপুণ ভাবে পালন করে যেতে পেরেছিল একই সঙ্গে তার দাম্পত্য প্রেমের অগ্নি পরীক্ষায় সে নিজেকে এতটুকু ছোট না করেও দীপার অতীতের বৃত্ত উত্তীর্ণ হতে পেরেছিল ধীরে ধীরে বিবাহের মাস পর থেকেই। এ দিকে সব পেয়েও হারানোর ব্যর্থতা তাকে প্রবাল দ্বীপের মতো একাকী মুনিতে পরিণত করতে পারে নি। অন্যদিকে এই একই কারণে প্রবাল দ্বীপের ন্যায় দর্শনের প্রবক্তা ঔপন্যাসিক পাঠকদের কাছে এটি প্রমাণ করে যে দেবাশিসই প্রবাল দ্বীপের এক বিপরীত প্রতিবিম্ব। দীপাকে কেন্দ্র করে এ হেন ২ পুরুষের বিপরীত চরিত্র নির্মাণ কেবল গল্পের ঘটনার প্রয়োজনেই নয় অন্যান্য চরিত্রের বিকাশের ক্ষেত্রে সমুজ্জ্বল।

॥ প্রবাল গুপ্ত = চরিত্র ॥

কাজারুর কাঁটা উপন্যাসে প্রবাল গুপ্ত চরিত্রটি উপন্যাসে মূল ঘটনার কেন্দ্রে প্রতিস্থাপিত এবং নেপথ্যের প্রধান চরিত্র। কিন্তু লেখকের শিল্পী কুশলতা এখানেই যে, তিনি প্রবাল গুপ্ত কে সরাসরি পাঠকের সামনে উপস্থিত না করেই উপন্যাসের একদম শেষ পর্যন্ত তাকে নেপথ্যে রেখেই উপন্যাসের কাহিনী নির্মাণ করেছেন। তাই প্রবাল গুপ্ত চরিত্রটিকে বুঝতে হলে উপন্যাসের ঘটনার শেষ পর্যন্ত যেতে হয়।

উপন্যাসে দীপা-দেবাশিষ কেন্দ্রিক যে আখ্যান সেই আখ্যানের নৃপতির বাড়ির যে আড্ডাস্থল তাই যে শেষপর্যন্ত উপন্যাসের মূল ঘটনার কেন্দ্রিক আশ্রয় স্থল হয়ে উঠবে তা প্লটের এগিয়ে চলার সঙ্গে সঙ্গেই লেখক উন্মোচিত করতে করতে গেছেন। বস্তুত পক্ষে নৃপতির এই আড্ডা স্থলে দীপার প্রাক বৈবাহিক জীবনের প্রাক্তন প্রেমিক প্রবাল গুপ্তের নিত্য আগমন ঘটত, আর দীপার উত্তর বৈবাহিক জীবনে তার স্বামী দেবাশিষই হয়ে উঠেছিল প্রবাল গুপ্তের চূড়ান্ত লক্ষ্য। সেই লক্ষ্য কে সঠিক ভাবে চরিতার্থ করার জন্য প্রবাল গুপ্তের কাজারুর কাঁটা কে কেন্দ্র করে মুখ্যত উত্তর কলকাতা কেন্দ্রীক তার যে নারকীয় কার্যকলাপ তা কার্যত প্রবাল গুপ্ত চরিত্রের পাশবিক বিকৃতিকে তুলে ধরতে সক্ষম হয়।

প্রেমের ওপর দিক যে চূড়ান্ত নারকীয় হতে পারে তারই জ্বলন্ত উদাহরণ এই উপন্যাসে প্রবাল গুপ্ত চরিত্র। প্রতিশোধ স্পৃহাই তার এগিয়ে চলার অন্যতম পাথেয়। কিন্তু লেখকের গল্প বলার মুন্সিয়ানায় প্রবাল গুপ্ত চরিত্রটি কেবলই আর পাঁচটা গতানুগতিক "খুনি" চরিত্রের বৈশিষ্ট্য কেই কেবল ফুটিয়ে তোলেন বরং তার অভিনব সর্বনাশী পদক্ষেপ প্রবাল গুপ্ত চরিত্রটি কে নৃশংস, বর্বর, চতুর ও বিকৃত ভিলেন চরিত্রের এক সামঞ্জস্য পূর্ণ অবস্থানে পৌঁছে দিয়েছে।